কালের কণ্ঠ

তারিখ 06 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

গোলটেবিলে বক্তারা

বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যে দেশে শিক্ষায় যত বেশি প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, সে দেশ তত বেশি টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে বিএ, এমএ পাসের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও মাঠপর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের দক্ষ লোক নেই। একইভাবে ডাক্তার থাকলেও দক্ষ নার্স নেই। তাই দেশে এখন থেকেই মাধ্যমিকে বৃত্তিমূলক এবং উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দিতে হবে। এ জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

গতকাল রবিবার ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) আয়োজিত 'জাতীয় টেকসই উন্নয়ন ও অপচয় রোধে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অর্থবছর নির্ধারণের প্রয়োজনীতা এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

আইডিইবি সভাপতি এ কে এম এ হামিদের সভাপতিত্বে বৈঠকে বক্তব্য দেন। আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার মহাপরিচালক মো. আব্দুল মতিন, স্থপতি এহসানুল হক খান, ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব, ড. সৈয়দ আব্দুল আজিজ প্রমুখ।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো খরচই খরচ নয়। এটা বিনিয়োগ। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটা ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে, যাতে অনেক দিকেই নজর দিতে হয়। তার পরও বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে অনেক এগোচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষায় বেসরকারি খাতের অনেক অবদান আছে। এগুলো হিসাব করলে শিক্ষা খাতের বাজেট অনেক বড় হবে। তবে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের বাজেট তুলনা করা হয় সেসব দেশে বেসরকারি শিক্ষা নেই বললেই চলে। তাই তাদের বরাদ্দ বেশি মনে হয়।'

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সরকারি পলিটেকনিকে এবার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫৭ হাজার করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় আমরা একটা ধাক্কা দিতে চলছি। কারিগরি ক্ষেত্রে যত কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, কেউ তাতে না করছে না। এভাবে চলতে থাকলে ২০২০ সালের আগেই এই খাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীত হবে।'

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার মহাপরিচালক মো. আব্দুল মতিন বলেন, 'সরকারের উন্নয়ন বাজেটের বেশির ভাগই আসে চতুর্থ কোয়ার্টারে। এখনো অনেক টাকা আসেনি। বর্ষা মৌসুম হওয়ার পরও সব টাকা খরচ করতে হবে। নয়তো তাদের চাকরি নিয়েই সমস্যায় পড়তে হবে। ফলে অপচয় বাড়ছে। তাই অর্থবছর যদি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হয় তাহলে এ ধরনের অনেক অপচয় থেকে দেশ রক্ষা পাবে।'